সংবাদ

তারিখ ... 6 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সৃজনশীল পরিবেশ ছাড়াই সৃজনশীল পদ্ধতির শিক্ষা!

রবিউল ইসলাম

সরকারের বা শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষার পরিবেশ সুস্থ ও সঠিক অবস্থায় গড়ে তুলতে অনেকটা আন্তরিক এবং অনেক সময় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেক সময় পদক্ষেপ নিতে গিয়েও সফল হননি। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের শিক্ষার পরিবেশ দিন দিন খুব ভয়ানকভাবে খারাপ অবস্থায় গেছে। শিক্ষা যেখানে যেভাবে থাকার কথা সেখানে বিন্দুমাত্র নেই। যেভাবে চললে সুশিক্ষা বাস্তবায়ন হতো, দেশাত্মবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি হতো, বিশৃঙ্খলা অনিয়ম দূর হয়ে মানুষ জ্ঞান ও প্রগতির পথে চলত তা বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমান ছাত্র এবং এদের পরিচালনা ও সহযোগিতাকারীরাও একই তথাকথিত শিক্ষায় পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এজন্য কোনো রকম আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছাড়াই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রায় পুরো জাতি। বিবেচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা হয়েছে পরীক্ষার্থী আর শিক্ষকরা হয়েছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার ও দেয়ার কৌশলই শুধু চর্চা হচ্ছে। যখন যা পড়ানো হচ্ছে তা শুধু কিভাবে সর্বোচ্চ নাম্বার পেতে পারে তাই শেখানো হচ্ছে। অথচ সেই পাঠ ছাত্রদের মানসিকতায় বাস্তব জগতে কিভাবে বিকাশ ঘটাতে পারে বা ঘটাবে এমন শিক্ষার কোনো চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে ছাত্ররা যে মুক্ত বই পড়বে, সংস্কৃতির মাঝে যাবে অথবা সংস্কৃতি চর্চা করবে, এমন কোনো সময় তাদেরকে বরাদ্দ দেয়া হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সুশিক্ষা বিষয়ে এদের কোনো রকম জ্ঞান দেয়া হয় না কোথাও। ছাত্রদের শুধু বলা হয় অথবা ছাত্ররা শুধু জানে যে শিক্ষা হলো পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পেতে হবে এবং চাকরি পেতে হবে। শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড যেমন ভয়ানক, চাকরি পাওয়ার তথাকথিত প্রস্তুতিও মানব জাতির জন্য আরও ভয়ানক। দুটোই ছাত্রদের বা চাকরি প্রত্যাশীদের মানবিক মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও মনুষ্যত্ববোধ ধ্বংস করে দিচ্ছে। দেশ ও বাঙালি জাতি চলে যাচ্ছে তথাকথিতদের হাতে।

ফলে দেশ ও জাতি পর্যায়ক্রমে পতিত হচ্ছে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের মধ্যে এবং মেধাহীন মূল্যবোধহীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষা পাসের ক্ষেত্রে হোক আর চাকরির পাওয়ার জন্যই হোক দুটো ক্ষেত্রেই সৃজনশীল, মননশীল ও মূল্যবোধের বিষয়টি কোনোরকম স্থান দেয়া হয়নি বা দেয়া হয় না। এখানে শুধু স্মৃতিশক্তি তথা মুখস্থ নির্ভরকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। মুখস্থ নির্ভর পদ্ধতির কাছে সৃজনশীল অনুসারীরা কখনোই পেরে উঠবে না। অপরদিকে সৃজনশীল পদ্ধতির কাছেও মুখস্থ নির্ভর অনুসারীরা কখনোই পেরে উঠবে না। তবুও কোনভাবেই মুখস্থ নির্ভরতাকে প্রশয় দেয়া মোটেই ঠিক নয়। কেননা মুখস্থ নির্ভর অনুসারীরা মুখস্থের দিকে এতটাই ডুবে থাকে যে, পৃথিবীর সবকিছু তার কাছে নিছক এবং নাম্বার বা চাকরি পাওয়ার একমাত্র জরুরি বিষয়। দিনরাত শুধু মুখস্থ করতে গিয়ে তার বিবেকবোধ, চিন্তাশীল মন, সমাজভাবনা এবং দেশাত্মবোধ লোপ পায়। তার নিজস্ব সংস্কৃতি, চেতনা, বিবেক ও আদর্শ থাকে না। সে হয়ে যায় অনুভূতিহীন যন্ত্র কিংবা প্রাণী। সে যা বলে মুখস্থ বলে, যা করে মুখস্থ করে, যা দেখে মুখস্থ দেখে এবং যা ভাবে মুখস্থ ভাবে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীল করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানেই সৃজনশীলতার পরিবেশ নেই বললেই চলে। আগে সৃজনশীলতা বিষয়ে বুঝতে হবে। সৃজনশীলতা বলতে নিজের মতো করে ভাবতে, লিখতে, কিছু সৃষ্টি করতে শেখা। সৃজনশীল জগত মুক্ত ও প্রসারিত। তাই মুক্ত ও প্রসারিত সৃজনশীল পরিবেশ ছাড়া সুস্থ সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। কেননা শুধু সঠিক সৃজনশীল পরিবেশই পারে একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্রকে সৃজন ও প্রগতির পথে পরিচালিত করতে। সৃজনশীল পরিবেশ ছাড়া কখনোই সৃজনশীল পদ্ধতি সুফল বয়ে আনতে পারবে না। সৃজনশীলতার প্রধান বন্ধু হলো সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং অধ্যায়ন করা। সারা দেশে এ চর্চার মাধ্যমে এমনকি আয় রোজগার হওয়ার কথা ছিল। একদিকে হতো প্রকৃত শিক্ষা, অপরদিকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতো। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দুটোই ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে এবং করছে। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া ধর্ম কতটা ভয়ংকর তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যার কিছুটা নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং টের পাচ্ছি। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা হতে পারত প্রকৃত শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম এবং অর্থ আয়ের মহৎ মাধ্যম। অর্থ আয়ের বিষয়টি বলা দরকার। পিতা-মাতারা শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়া সন্তানের পেছনে হাজার হাজার টাকা ভুলপথে বা কোচিংয়ের জন্য ব্যয় করে। ফলে অভিভাবকরা অনেকেই প্রাইভেট কোচিংয়ের টাকা সংগ্রহ করতে হিমশিম খেয়ে যায়। অনেকে অবৈধ পথ বেছে নিচ্ছে। সন্তান এবং পিতা-মাতার মধ্যে ভয়ানক আপত্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের কারণে এবং দেয়ার কারণে। অনেক সন্তান পিতা-মাতার প্রতি নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় হচ্ছে। অনেকে ভুল পথে যায় কিংবা আত্মহত্যার কথাও ভাবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে এমনকি অনেকে পিতা-মাতাকে হত্যার কথাও ভাবে।

প্রাইভেট কোচিং এড়িয়ে যদি ক্লাসে পড়ানো হয়, ছাত্ররা স্বউদ্যোগে পাঠ্যাভ্যাস করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ক্রয় করে নিয়মিত পড়ে এবং লেখালেখি করে তাহলে একদিকে সৃজনশীল পরিবেশ পেল আর সৃজনশীল চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীল মেধা তৈরি হলো। এভাবে শিক্ষার্থী গড়ে উঠল মানবিক এবং প্রগতিশীল। সেই ম্যাগাজিনের অর্থ অংশগ্রহণকারীদের সম্মানীস্বরূপ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু খুবই জঘন্য ও নষ্ট মাধ্যমকেই বেছে নেয়া হয়েছে ভুলপথ কিংবা অপচয়ের পথ। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজ এবং রাষ্ট্র পর্যন্ত নষ্ট হচ্ছে এবং আত্মঘাতীর দিকে ধাবিত হচ্ছে দ্রুতগতিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোতা কাহিনী গল্পের তোতা পাখিটার মতো অবস্থা হচ্ছে আমাদের সব শিক্ষার্থীদের। অপরদিকে অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্র পতিত হচ্ছে গভীর অন্ধকারে এবং বিপদে। এর পরেও অনেকে সাফল্যের উদাহরণ দেখাতে পারেন আমার মতামতের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, উদাহরণ অবশ্যই আছে তবে সেসব উদাহরণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নয় বলে আমি মনে করি। এসব উদাহরণ নিজের প্রচেষ্টার ফসল। এমনও দেখা যায় যারা ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য সংস্কৃতির মতো সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থাকে তারা একটা মোটামুটি রেজাল্ট করে ঠিকই কিন্তু মুখস্থ, কোচিং ও প্রাইভেট নির্ভর শিক্ষার্থীরাই গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ! সাহিত্য সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কাজ ব্যক্তদের কোনভাবেই সঠিক মূল্যায়ন হয় না। ফলে সৃজনশীলদের করুণ অবস্থা দেখে এদিকে আর কেউ পা বাড়াতে চায় না।

সৃজনশীল পদ্ধতিকে আমি সাধুবাদ জানাই যদি তা বাস্তবায়ন হয় সৃজনশীল পরিবেশের মাধ্যমে। আজ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজনশীল পরিবেশ নেই বললেই চলে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যেটুকু সৃজনশীল চর্চা হয় তাও কতটুকু হয় ভাবার বিষয়। যা হয় তাও কতটা গ্রহণযোগ্য এটাও ভাবার বিষয়। এসব ভাবতে গেলে বোঝা যায় স্বাধীনতার পর কতটা অপশিক্ষায় কিংবা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেছি। এ অন্ধকার থেকে ফেরার পথ আছে কিন্তু সে পথে হাঁটার সাহস কিংবা শক্তি সরকার ও আমাদের আছে কিনা কে জানে। তবে অবশ্যই ফেরার পথ অবলম্বন করার উচিত যেকোনো মূল্যে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৃজনশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি মিলেমিশে না চললে সমাজে ও রাষ্ট্রে কোনভাবেই সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। সুস্থ রাজনীতি ও সুন্দর সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে এর বিকল্প নেই। অন্তত আগামী প্রজন্মের জন্য আজই সঠিক পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র বা শিক্ষার্থী অনুযায়ী সুন্দর একটি লাইব্রেরি থাকতে হবে। লাইব্রেরি থেকে বই পাঠের উপর উৎকৃষ্ট একটা মূল্যায়ন রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে লাইব্রেরির গুরুত্ব অনেক উপরে। বছরের শুধু একটি পরীক্ষা নিতে হবে। অন্য যাবতীয় পরীক্ষা নেয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। চিন্তাশীল ও প্রগতিশীল তথা প্রকৃত সৃজনশীলতা বাস্তবায়নের জন্য মাসিক একটি করে ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে হবে। এই ম্যাগাজিনে ছাত্র, শিক্ষক এমনকি অভিভাবকরা সিলেবাস, শিক্ষাঙ্গন, সাহিত্য, বিজ্ঞানসহ নানান বিষয়ে লেখালেখি করবে। অবশ্যই এই চর্চারও অধিক মূল্যায়ন দিতে হবে পাঠ্যপুস্তকের পারদর্শিতার চেয়ে। ফলে দেশে গড়ে উঠবে প্রকৃত অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কর্মজীবী এবং আমলা। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এদেশের মানুষ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি পাবে। আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষের ভালো-মন্দ ও উন্নত-অনুন্নত সবকিছুই নির্ভর করে শুধু সুশিক্ষার ওপর। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা বাঁচলে দেশ বাঁচবে। সুন্দর সৃজনশীল পরিবেশই শিক্ষাকে বাঁচাতে পারে। আর শিক্ষা বাঁচলেই দেশ হবে রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা এবং বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল সুন্দর উন্নত বাংলাদেশ।